শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভ স্থবিরতা ভঙ্গাকারী আন্দোলনের দিশা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ শিক্ষার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে স্থানীয় সরকারের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা হস্তান্তর বন্ধ করার দাবী জানাইয়াছেন। রাজনীতিকগণ তাহাদের মাধ্যমে অথবা শিক্ষক প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক সমিতির 'জনসমর্থিত' দাবী পূরণের জন্য আহ্বান জানাইয়া বলেন, ঢাকায় ও মফস্বলে জবরদস্তি স্কুলের তালা খুলিবার জন্য সরকারী দলের উদ্যোগকে শিক্ষক সমাজের পাশাপাশি ছাত্র ও গণতান্ত্রিক বিরোধী দল চ্যালেঞ্জ হিসাবেই মোকাবিলা করিবে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিক শিক্ষক মহাবিক্ষোভের সকল কর্মসূচীকে সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থবিরতা ভঙ্গকারী দিশারী আন্দোলন হিসাবে স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার অঙ্গীকারে আগাইয়া আসিয়া কোন নেতা পিছু হটিলে স্বৈরাচারের সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করিয়া তাহাদিগকেও জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হইবে।

১০ই মার্চ প্রস্তাবিত হরতালের প্রতি উল্লেখযোগ্য সকল বিরোধী দলের নেতা স্বার্থহীন সমর্থন ঘোষণা করিয়া বলেন, শুধু শহরের যানবাহন নয়, কলকারখানার শ্রমিক সংগঠন, ননগেজেটেড কর্মচারী, ব্যাংক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, ক্ষুদে মাঝারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাংগঠনিক ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া গ্রাম অবধি হরতাল পালনের জন্য আজ (বুধবার) হইতে শহরের মহল্লায় মহল্লায় এবং থানা পর্যায়ে শিক্ষকদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের খণ্ডমিছিল ও প্রচারাভিযান শুরু করা হইবে।

সমাবেশে অধ্যাপক আবুল

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কালাম আজাদ ঘোষণা করেন, "বিরোধী দলের সমর্থন পাই-না-পাই ১০ই মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি স্বীয় সাংগঠনিক শক্তিতে আগাইয়া যাইবে।"

শিক্ষকদের দাবীর সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন গ্রাম ডাক্তার সমিতিসহ সকল পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ২রা মার্চ বিকাল ৪টায় তাঁহার বাসভবনে বৈঠকে মিলিত হইবেন বলিয়া অধ্যাপক ঘোষণা করেন। গতকাল সন্ধ্যা ৭টায় শহীদ মিনারের জমায়েত শেষ হওয়ার পূর্বক্ষণে মিনারের পাদদেশে ক্ষুদ্র সামিয়ানার নীচে অনশনরত দুইজন শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে একজন মূর্ছা যান। তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় উৎকণ্ঠা ও চাপা উত্তেজনায় শহীদ মিনার চত্বর জুড়িয়া অপেক্ষমাণ রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রকর্মী ও প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যাকুল ছুটাছুটি শুরু হয়। একজন ছাত্রনেতা মাইকে ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, এই পবিত্র স্মৃতিসৌধের শপথ, আমার শিক্ষয়িত্রী বোনের কিছু হইলে কাহাকেও রেহাই দেওয়া হইবে না।

শহীদ মিনার বেদীতে শায়িত শিক্ষয়িত্রী কাজী সাহেলা বানু অনশনের চতুর্থ দিনে নেতৃবৃন্দের অনুরোধে সরবৎ পানের আগে বলেন, যদি প্রবঞ্চনা বা কোন রাজনৈতিক মতলবে আমার অনশন ভাঙ্গানো হইয়া থাকে, দাবী আদায় না হইলে এখানেই অনশন করিয়া আমরা প্রাণপাত করিব। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আজাদ ঘোষণা করেন, ৭ই মার্চ হইতে ১০৮ জন শিক্ষক ও ২২ জন শিক্ষয়িত্রী শহীদ মিনার চত্বরে গণঅনশন শুরু করিবেন।

আওয়ামী লীগের (হাসিনা) জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, জাসদের জনাব আ স ম আবদুর রব, ইউপিপির কাজী জাফর আহমদ, আওয়ামী লীগের (মিজান) জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, জামাতে ইসলামীর জনাব মতিউর রহমান নিজামী, ডেমোক্রেটিক লীগের জনাব আলমুজাহিদী, সিপিবির জনাব নুরুল ইসলাম, আইডিএল-এর এডভোকেট সাদ আহমদ, গণতান্ত্রিক পার্টির জনাব নুরুল হুদা মীর্জা, ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের মিঃ নির্মল সেন, বিভিন্ন গ্রুপের চৌধুরী হারুনর রশীদ, জনাব নুরুর রহমান ও জনাব আবদুস সোবহান, জাগপার জনাব শফিউল আলম প্রধান প্রমুখ তাঁহাদের বক্তৃতায় শিক্ষক সমাজের সূচিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্ব স্ব মতামত রাখেন।

সিপিবির মতে, ইহা সরকার পরিবর্তনের সংগ্রাম নয় "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষক সমাজকে ব্যবহার" করার বিরুদ্ধেও সিপিবি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। জামাতে ইসলাম ইহাকে "শিক্ষা লইয়া রাজনীতি করার সরকারী অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ প্রতিরোধের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" বলিয়া মূল্যায়ন করে।

আইডিএল শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে দেশজোড়া আন্দোলনের কর্মসূচী দাবী করিয়া জানায়, স্থানীয় সরকার বলিতে এখন গ্রামস্তরে সরকারী দলের চতুর্থ শ্রেণীর সমর্থক এবং মহকুমা স্তরে জুয়া-হাউজীর ম্যানেজারগণ রহিয়াছেন। ওয়ার্কার্স পার্টি দেশের জনগণ ও শিক্ষার প্রতি রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ হেতু এ আন্দোলনে শরীক হওয়ায় ইচ্ছা ব্যক্ত করে। নবগঠিত গণতান্ত্রিক পার্টি উল্লেখ করে, প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগ্রাম, রাজশাহীর শ্রমিকদের সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ে ধূমায়িত জনঅসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। ফ্যাসিবাদী পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন পথ আর নাই।

আওয়ামী লীগ (মিজান) জাতীয় নিরাপত্তা ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য ভবিষ্যতের বৃহত্তর সংগ্রাম পরিচালনায় অহিংস পন্থায় গণতান্ত্রিক শক্তিকে বাহন হিসাবে গ্রহণ করার আহ্বান জানায়। ডেমোক্রেটিক লীগ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের নয়া সংগ্রামে ৭১-এর দুর্জয় প্রতিরোধের চেতনার পুনরাবির্ভাব ঘটানোর আহ্বান জানায়। আওয়ামী লীগ (হাসিনা) 'কেবল শিক্ষায় নয়, সামগ্রিক পরিবর্তনে শিক্ষক সমাজকে অবদান রাখার' আহ্বান জানায়।

আন্দোলন বিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে ইউপিপিসহ কয়েকটি দল পেশাজীবীদের সূচিত আন্দোলন হইতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে

মহাবিক্ষোভ

১৯৬৯-এর মত ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ার লক্ষ্য ঘোষণা করে। জাসদ পেশাজীবীদের নেতৃত্বে বিকশিত পেশাজীবীদের বিবিধ আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের মাধ্যমে আগাইয়া নিবার আহ্বান জানায়। জাসদের মতে, রাজনৈতিক দল 'আন্দোলনকে লালন করিবে মাত্র'।

তবে সকল নেতাই 'আন্দোলনের সূত্রপাত' ঘটিয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। শিক্ষকভীতির আতঙ্কে একুশের প্রাক্কালে শহীদ মিনার দখল এবং বেতার, টিভি, সরকারী সংবাদপত্রে খবরাখবর বেমালুম চাপিয়া যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন, স্বৈরাচারের ভিতে কাঁপন লাগিয়াছে। তাঁহারা সমগ্র নেতৃবৃন্দকে একই মঞ্চে সমবেত করার জন্য শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁহারা বলেন, আসন্ন সংগ্রামকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়া এই সংগ্রাম সম্পন্ন হইবে না। জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী বড় দল ছোট দলের হীনমন্যতা ভুলিয়া স্বৈরাচার রুখিবার আহ্বান জানান। শহীদ মিনারের পাদদেশে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ কঠোর আত্মসমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন, মহাবিক্ষোভে আমরা আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়াছি। বিরাট এক রাজনৈতিক শূন্যতার আমরা সচকিত হইয়াছি। ২০শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষক সমাজের মহাবিক্ষোভের সময় নিষ্ক্রিয় থাকিবার জন্য কাজী জাফর আহমদ বিরোধী দলসমূহকে ধিক্কার দেন। জাগপার শফিউল আলম প্রধান বলেন, শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ সরকারী দলের প্রাইভেট বাহিনী যখন দখল করে তখন বিরোধী দলগুলিকে দেখা যায় নাই। তাঁহারা বলেন, "বিভেদবাদী চক্রের ব্যাপারে আমরা যেন সতর্ক হই, আমরা যেন সাহসী হই, আমরা যেন প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক না হই।"

৯ই মার্চ জনসভা

ইউপিপি শিক্ষকদের ১০ই মার্চের হরতালের সমর্থনে ৯ই মার্চ বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররম চত্বরে জনসভার আয়োজন করিবে। হরতালের সমর্থনে পার্টি প্রধান কাজী জাফর আহমদসহ দলের নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী সফরের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক আজাদের বিবৃতি

গতরাতে প্রদত্ত বিবৃতিতে অধ্যাপক আজাদ বলেন, সরকারের নিকট বারংবার প্রতারিত হইয়া শিক্ষক সমাজ দাবী আদায়ের সংগ্রামে সমর্থনদানে ইচ্ছুক সকলের সমর্থন চাহিয়াছে। তিনি বলেন, শিক্ষকগণ নহে, সরকারই প্রাথমিক শিক্ষা লইয়া রাজনীতি করিতেছেন।